প্রথম আলো

তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৩ কলাম ... ১ .....

এক পরীক্ষা না দুই পরীক্ষা?

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়

বিতর্ক উঠেছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা একটি সমাপনী পরীক্ষা দেবে, না দুটি। বর্তমানে যে প্রাথমিক ও জুনিয়র সমাপনী পরীক্ষা চালু আছে, তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদেরা। এতে শিক্ষা পাঠমুখী না হয়ে কোচিংমুখী হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। আমরা আরও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে শিক্ষা নিয়ে সরকারের কার্যক্রমে কোনো শৃঙ্খলা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। দেড় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পিইসি নিয়ে বারবার সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কোনোভাবেই মানা যায় না।

গত ১৮ মে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দুই মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হবে বলে জানিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হলে পঞ্চম শ্রেণিতে পরীক্ষা নেওয়ার কী যুক্তি? বিভিন্ন মহলের আপত্তি আমলে নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণিতে পিইসি হবে না বলে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। কিন্তু গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবকাঠামো না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান স্তর পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের কথায় যুক্তি থাকলেও ২০১০ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতি ২০১৬ সালেও বাস্তবায়ন কেন হয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তর নেই। বহুলালোচিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন নিয়ে এই গড়িমসি দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়।

শিক্ষা নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকদের ভেতরে যতই মতভেদ থাকুক না কেন তাঁরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন না। শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কার চাইলে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন জরুরি। জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীরা যে অবকাঠামোগত সমস্যার কথা বলেছেন, তার প্রতিকারও 'পুরোনো ব্যবস্থা বহাল' রেখে হতে পারে না।

আমরা আশা করব, সরকার পিইসির যন্ত্রণা থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের রেহাই দেবে। কেননা, এতে কোচিং ব্যবসার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার্থীদের খুব একটা লাভ হচ্ছে না।